কাছ থেকে দেখা মাইনরিটি : বাংলাদেশ, ভারত ও আমেরিকা

– জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

চির সুখী জন, ভ্রমে ও কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে?
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

–কামিনী রায়

ভূমিকা: মাইনরিটি বলতে প্রচলিত অর্থে আমরা বুঝি , কোন সমাজে বা রাষ্ট্রে জাতিগত বা ধর্মগত শ্রেণীবিন্যাসে জনগণের সংখ্যালঘু অংশ। উদাহরণ- বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ভারতের মুসলিম ও খ্রীস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়। আবার, একই ধর্মের অধীনে থাকা সত্ত্বে ও অপেক্ষাকৃত গৌণ নীতিমালার বিশ্বাসগত পার্থক্যের দরুন সেই ধর্মের কাউকে কাউকে কখনো কখনো মাইনরিটি পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। যেমন- পাকিস্তানে আহমদিয়া বা ক্বাদিয়ানি

সম্প্রদায় ইসলামের মূল নীতিমালাতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও (এ ব্যাপারে কিছুদিন আগে বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক গুলোতে প্রকাশিত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পরিষ্কার বক্তব্য সম্বলিত বিবৃতি লক্ষ করুন) রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলমান বলে গন্য। শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ও এ কথাটা অনেকটা প্রযোজ্য (এ প্রসংগে আমার খুব জানতে ইচ্ছা হয়, মুসলমানেরা অহরহ বুলি আওড়ায়, 'আল্লাহই সকল বিষয়ে সর্বাদিক ভাল জানেন', তা'হলে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, সে ব্যাপারে দাঙ্গাবাজ মওদুদী-আমিনী-আজিজুল হক সিদ্ধান্ত নেয়ার কে? এই যে মুসলমান নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরছে, এতে বিশ্বব্যাপী তাদের 'পবিত্র' ইমেজের যে ক্ষতি হচ্ছে, সে জন্য কি কোন ইহুদী, নাসারা, বা হিন্দু দায়ী?)।

তবে টেকনিক্যাল অর্থে কিন্ত পৃথিবীব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যতম হচ্ছে , আমার মতে, আমরা যাঁরা নির্দিষ্ট কোন ধর্মে আস্থা রাখি না, তাঁরাই, অর্থাৎ-নাস্তিক, সংশয়বাদী,মুক্তমনাও মানবতাবাদীরা। উদাহরণঃ ধরুন, কোন একস্থানে একজন ধার্মিক মুসলমান, একজন ধার্মিক হিন্দু, একজন ধার্মিক খ্রীস্টান এবং একজন ধার্মিক ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বসে আছে। মনে মনে হয়তো এরা কেউ কাউকেই পছন্দ করছে না, কিন্তু এখানে আরেকজন লোক এসে যদি নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করে, তাহলে দেখবেন- সকল আপাতঃ ব্যবধান ভুলে গিয়ে এরা সবাই তখন মুহূর্তের মধ্যে এক হয়ে নাস্তিককেই ধরবে। হয়তো বলবে, ব্যাটা, তুই তো অধমের ও অধম, ইশ্বরেই বিশ্বাস করিস না! এই বিচারে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে জন্ম গ্রহন করা সত্ত্বে ও প্রয়াত আরজ আলী মাতুব্বর, অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রমুখ ছিলেন প্রকৃত অর্থে

মাইনরিটির অন্তর্ভুক্ত। একই বিচারে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ে (রীতিমত উঁচু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গোত্র) জন্ম নেয়া সত্ত্বে ও ক্ষণ জন্মা বাঙ্গালী মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সংখ্যালঘুদের ও সংখ্যালঘু (স্মরণ করা যেতে পারে, এই মহান মণীষী বাঙ্গালীর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলার জন্য জীবনের অন্তিম লগ্নে কলকাতা থেকে বহুদূরে সাঁওতাল পল্লীতে নিভৃত জীবন কাটিয়েছেন)। সে যাই হোক, এত কিছুর পরে ও কেবল তর্কের খাতিরে আমি এটি বলতে রাজি নই যে, বাঙ্গলাদেশে সংখ্যালঘু নিম্নমধ্যবিত্ত * হিন্দু বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কোন সদস্যের চেয়ে সেখানে আমাকে বেশী বৈষম্য মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আমার তো অন্তত যাওয়ার মত বহু জায়গা আছে, দুঃখ শোনার মত বহু লোক আছে। কিন্ত এঁদের বেলায়? (মতলব্বাজ পলিটিশিয়ানরা এঁদের নিয়ে রাজনীতি করা ছাড়া কি আর এঁদের কষ্ট সত্যি বুঝে? বা, অন্ততঃ আন্তরিকভাবে বোঝার চেস্টা করে?) তার ওপর , কাঁটা গায়ে নুনের ছিটার মত নির্যাতিতদের বেলায় অহরহ যা শুনতে হছে : *ভারতে ও তো হিন্দুরা মসজিদ ভেংগেছে, কাশ্মীরে মুসলমানেরা মার খাচ্ছে* , ইত্যাদি। যেন ব্যাপারটি এতই সরল ও স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে হিন্দু কর্তৃক মুসলমান আক্রান্ত হওয়া মানে বাংলাদেশে হিন্দুদের মার খাওয়া হালাল হয়ে যাওয়া! ভারতীয় মুসলমানের বেলায় ও এমনি দুর্ভ্যাগ্যজনক কথাবার্তা শোনার ব্যাপারটি ঘটে থাকে। তবে ১১ই সেপ্টম্বর পরবর্তী আমেরিকায় বিরাজমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আশা করি , আর কারো না হলে ও, আমেরিকা প্রবাসী মুসলমানদের কিছুটা বোধদয় হবে যে, সংখ্যালঘু হয়ে জন্ম নেবার মত অভিশাপ এ জগতে খুব কম আছে।

আরেকটি কথা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখিঃ নিচের

সংলাপগুলি স্রেফ লেখকের 'উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা' নয়। নিজ দেশে কাছে থেকে সংখ্যালঘুদের দুর্দশা দেখা ছাড়া ও ভারতে ছাত্রাবস্থায় আমি পাঁচ বছর (১৯৯৩-১৯৯৬) কাটিয়েছি , যদি ও গুজরাটের ভয়াবহ দাঙ্গা দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। আর পাঠকদের মধ্যে অন্ততঃ যাঁরা আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমান , সর্বশেষ সংলাপটির ব্যাপারে তাঁদের কাছে কৈফিয়ত দর্শানোর বিষয়টি, আমার মতে, হবে চরম অর্বাচীনতারই নামান্তর।

মাইনরিটি-এক: ক্বাদিয়ানী , হারাম মুসলমান!

স্থানঃ ঢাকা, বাংলাদেশ। সময়ঃ ১৫ই জানুয়ারী, ২০০৪

: এই যে শায়খুল হাদীস আজিজুল হক সাবের মত উলামা, মুফতি আমিনী, মিনিস্টার মাওলানা নিজামী সাবের মত জবর আলেমরা যেইটা কইতেছে, সেইটা তো মিছা (মিথ্যা) হইতে পারে না!

: কি সেটা?

:তোমরা ক্বাদিয়ানীরা কাফের! পাকিস্তান, সৌদী আরবের মত খাঁটি (!) মুসলমানের দেশে তোমাগো অ-মুসলমান বইল্যা ঘোষণা করছে। আমাগো দেশে ও আমিনী, আজিজুল হকের মত আলেমরা মন্ত্রিত্বের লোভ ভুইল্যা (!) গিয়া ও দ্বীন ইসলামের স্বার্থে (!) আন্দোলন করতেছে।

: কিন্তু... আমরা তো আল্লাহ, পাক ক্বোরাণ, হজরত মুহম্মদ (স) কে

শেষ নবী বলে স্বীকার করি...

:তা হইলে পাকিস্তান , সৌদী আরব তোমাগো মুসলমান কয় না ক্যান? কোথাকার কোন ভন্ড শয়তান (?)মির্জা গোলাম আহমদ, সে তোমাদের নবী হইয়া গেল? হুজুর (সা) এর পরে কোন নবী আসতে পারে না। তোমাদেরকে মুসলমান বলা কবীরা গুনাহের কাজ।

: পাকিস্তানের প্রফেসর আবদুস সালামের নাম শোনেছেন কখনো?

: সে- ই তো প্রথম নোবেল বিজয়ী মুসলমান বিজ্ঞানী।

: আবদুস সালাম ক্বাদিয়ানী ছিলেন, জানেন সেটা?

:হাছা-ই কও?

মাইনরিটি-দুই: মুরতাদ, কাফিরের চাইতে ও বড় কাফির !

স্থানঃ ঢাকা, বাংলাদেশ । সময়ঃ ১৬ ই ডিসেম্বর**, ২০০৩

:মাঝে মাঝে সাঈদী সাব কিছু কথা কয় না, একেরে খাঁটি!

:যেমন?

: এই যেমন লেখাপড়া বেশী করলে মানুষ ধর্ম থেইক্যা সইরা রায়। মুসলমান পর্যন্ত মুরতাদ হইয়া যায়। ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক বেআদব (?) মুসলমান প্রফেসর নাকি ইসলাম সম্পর্কে ভাল করে না জাইন্যাই(?) উলটা-সিধা লেখালেখি করছে।

:তাইতো শুনলাম সাঈদী সাবের পার্লামেন্টে দেয়া ভাষনে। তবে ওই প্রফেসর যা লিখছে, সেটা মেইনলি ধর্মের বিরুদ্ধে না। ধর্ম নিয়ে

রাজনীতি করা , অন্য ধর্মের লোকের উপর হামলা, এই গুলার বিরুদ্ধে উনি লিখছে।

: উনি তো একটা ও ইসলামী রাজনীতিক দল পছন্দ করে না। কিন্তু সাঈদী সাব যেমন কইছে, ইসলামে রাজনীতি থাকতেই অইবো। এর লাইগ্যাই তো ইসলাম অন্য সকল ধর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ(?)। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ব্যক্তি, দেশ-সমাজ, সব কিছু সম্পর্কেই আমাগো ইসলামে বিধান আছে। তা'ছাড়া রাজনীতি ছাড়া ক্ষমতায় যাইবা ক্যামনে? আর ক্ষমতায় না গেলে কাফেরগো ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইবা ক্যামনে? রাজনীতি ইসলামে জায়েজ ছিল বইল্যা তো আজকে সাঈদী সাব, আমিনী সাব সংসদে ইসলামের কথা (!) কইবার সুযোগ পাইছে। নিজামী, মুজাহিদ সাব মিনিস্টার হইবার পারছে। আসলে মুসলমান যেগুলা ইসলাম থেকে বিগড়াইয়া যায়, সেই গুলারে জানে মাইরা ফেলানো উচিৎ। হাদিসে ও সেই রকম আছে।

:সত্যি আছে?

: এক্কেরে সহী হাদীস বলি , শোন। পবিত্র বোখারী শরীফের আল-ফতের ৩০১৭ নং হাদীসে আছে, মহানবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- 'যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর'। এইবার কও দেখি, ক্ষমতা না থাকলে এরকম পূণ্যের (?) কাজ কেমনে করবা? ইসলামে রাজনীতি থাকতেই অইবো।

মাইনরিটি-তিনঃ নাজায়েজ মাইনরিটি ও জায়েজ প্রতিশোধ!

স্থান ঃ ভোলা , বরিশাল, বাংলাদেশ । সময়ঃ ১৬ ই ডিসেম্বর**, ২০০১

:কি সুকুমার মিয়া , কেমন আছ?

:জ্বী, ভাল।

:দেখা হইছে মুনসী সাবের লগে? জমির দাম দর ঠিক হইছে?

: না।

:কইছিলাম তোমার ভালোর (!) লাইগ্যা। দেখলা না, নরেণ বাবু, মতিলালের পরিবার ও চইল্যা গেছে। থাইক্যা কি করবা, কও? ***ইন্ডিয়াতে গেলে নিজের লোক পাইবা, সব দিক দিয়া সুবিধা অইব।***

:মুনসী সাব বাড়ি, দোকান আর স্কুলের ডান দিকের খালি জমি সব মিলায়া ত্রিশ হাজার টাকার বেশি দিতে চান না।

:এই সময় কি আর দর পাইবা? যা পাও, তাই ভাল। জান বাঁচানো ফরজ। রতনগো খবর শুনছ?

:না।

: হেরা পুরো পরিবার শুদ্ধা মুসলমান হইয়া যাইব ঠিক করছে । পরশু দিন সাঈদী সাব মুনসী সাবের বাড়ি আসলে তার সামনে হেরা সবাই মুসলমান হইবো ঠিক হইছে। ***আহা, সাঈদী সাবের কপাল ! একজন অমুসলমানকে দ্বীনে (!) নিয়ে আসা কত বড় সওয়াবের কাম! রতন ও হের মা-বাবা-ভাই-বোনের ইসলামী নাম সাঈদী সাবই ঠিক কইরা দিব।***

: রতন নামটা তো খারাপ না। তাছাড়া শব্দটা তো বাংলা।

:আখেরাতের দিন বাংলা নাম দিয়া তো আর নাজাত পাওয়া যাইবো না। শুনছি, ***অনেকে এই আরবী নামের গুণেই শেষ পর্যন্ত নাজাত পাইয়া বেহেস্তে যাইবো।****অবশ্য তোমরা এসব বুঝবা না।* ***তোমাদের তো***

আবার তেত্রিশ কোটি না কয় কোটি জানি দেবতা। হাঃ হাঃ

: .....

: কি ব্যাপার, একেবারে চুপ হইয়া গেলা যে ? মাইন্ড করলা নাকি?

: পত্রিকা পড়ছেন? কয়েক শ' হিন্দু মারা গেছে। বহু জায়গায় বাড়ি ঘর পুড়াইয়া ফেলছে, ছ' বছরের নাবালিকা মাইয়ারে পর্যন্ত বেইজ্জতি করছে ।

: পত্রিকাওয়ালারা সবসময় তিলকে তাল (!) করে। রাজনীতির ব্যাপার তো, বুঝলা না? তা'ছাড়া চিন্তা কইরা দেখ.....

:কি.....

:ইন্ডিয়াতে ও তো মুসলমানের উপর জুলুম হইতাছে...হিন্দুরা মসজিদ ভাংগল, কাশ্মিরে প্রতিদিন মুসলমানেরা শহীদ হইতেছে।

*: .....!.....!.....! ****

মাইনরিটি-চারঃ রাম সত্য, রামকা জয়!

স্থান ঃ হায়দ্রাবাদ, ভারত । সময়ঃ ১৫ই আগস্ট**, ২০০২

: ক্যায়ছা হে আপ, আবদুর রাহমান ভাই ?

(ক্যামন আছেন, আবদুর রাহমান ভাই?)

:খুদাকা মেহেরবানী, আবিতক জিন্দা হ্যায়।

(আল্লাহর রহমতে এখন ও বেঁচে আছি।)

: গুজ্রাটের আর কোন খবর পেলে?

:আমার মামার পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে। ভি .এইচ. এস. (VHS****) এর ছেলেরা নাকি বাড়ি এসে বলেছে, **শালে মুসলিম কা আওলাদ, পাকিস্তান কা দালাল, পাকিস্তানে যাও! পাকিস্তানে যখন হিন্দু নাই, ইন্ডিয়াতে এত মুসলমান থাকবে কেন? শালা টেররিষ্ট মুসলিম!** আমার মামাতো ভাই বলেছিল , ভারত আমাদের দেশ, আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে যাব কেন? গান্ধীজি, নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ, হুমায়ুন কবীর, শাহ নেওয়াজ, এঁরা তো আমাদের সকলের নেতা।' কিন্তু ওরা কাউকেই রেহাই দেয় নি।

: হুম। মনটন খারাপ করো না। চিন্তা করলে দেখবা, আসলে কোন জায়গাই শান্তি নাই।

: .....

: কী? চুপ হয়ে গেলে যে.....

:বিবিসির খবর শুনেছেন? সারা ইন্ডিয়াতে দু' হাজারের বেশী মুসলমানকে মেরে ফেলেছে! গর্ভবতী মহিলাকে হত্যা করে পেটের বাচ্চা কে তলোয়ার দিয়ে জবাই করেছে।

:ওগুলো বাড়িয়ে (?) বলেছে। বুঝলে না, ভারতের সুনাম যাতে বিদেশে নস্ট হয়, সে জন্য ষড়যন্ত্র! তা'ছাড়া... নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে মুসলমানরাই ব্যাপারটা প্রথমে শুরু করেছে। বাংলাদেশে ও তো বহু জায়গায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, পূজা করতে দেয়া হয় না, মন্দির ভেংগে ফেলা হয়। পাকিস্তানে তো হিন্দু আর নাই, তারপর ও কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কি করছে, সেটা তো নিজেই

প্রতিদিন খবরে দেখতেছ।

*: .....!.....!.....! ****

মাইনরিটি-পাঁচঃ এইবার বোঝ ঠ্যালা!

স্থানঃ নিউ ইয়র্ক। সময়ঃ ৪ঠা জুলাই , ২০০৩

:বুঝলেন ভাই, চিন্তা করতেছি, নিজের নামটা পালটাইয়া ফালামু

:ক্যান?

: আরে, শালারা আজকাল মুহাম্মদ /আহমদ শুনলেই আড় চোখে তাকায়, ভাবটা এমন - যেন দুনিয়ার সব মুসলমানই টেররিস্ট!

: কথা ঠিক। ওইদিন আমারে তো এক স্প্যানিশের বাচ্ছা সবার সামনে কয়, ইউ তালেবান, গো ব্যাক টু ইওর কান্ট্রি!

*:.....!.....!.....! ***..... বাদ দেন, মন খারাপ কইরেন না। আজকে ফোর্থ জুলাই, জানেন? আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস!*

: তাতে আমাগো কি? আমরা তো হালায় মাইনরিটি।

: বাংলাদেশে থাইক্যা এই দুঃখ কখনোই বুঝা যাইব না.....

শেষ কথাঃ স্থানভেদে এক জায়গার মেজরিটি অন্য জায়গায় মাইনরিটি

হিসেবে গণ্য হতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়- বাংলাদেশের মুসলমানেরা, কিংবা ভারতের হিন্দুরা নিজ নিজ দেশে মেজরিটি হলে ও আমেরিকাতে মাইনরিটি হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকে। কিন্ত উলটো ব্যাপারটা সব সময় সত্য না ও হতে পারে, অর্থাৎ কোন এক জায়গার মাইনরিটি অন্য জায়গায় গেলেই মেজরিটি হয়ে যেতে পারে না। উদাহরণ- বাংলাদেশের বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায় ভারতে স্থানান্তরিত হলেই মেজরিটি হয়ে যেতে পারে না। তেমনি সম্ভব নয়, ভারতের মুসলমানদের পাকিস্তানে গিয়ে মেজরিটি হয়ে যাওয়া বা, ভারতের খ্রস্টান সম্প্রদায়ের আমেরিকা এসে মেজরিটি হয়ে যাওয়া । পশিচম বঙ্গের ***'বাঙ্গাল'*** আর পাকিস্তানের ***'মোহাজের'*** সম্প্রদায়ের দুর্দশার কাহিনীএর জলজ্যান্ত উদাহরণ।এ ধরনের পরিস্থিতি জন্ম নেয়া/বসসাস করার মর্মঘাতী ও দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের চাইতে অন্য কারো বেশী জানার কথা নয়, পাঠকরা যেন এ কথাটি ভুলে না যান।

আসুন, মাইনরিটি সম্প্রদায়ের সম অধিকার ও সমমর্যাদা নিয়ে বসবাস নিশ্চত করার ব্যাপারটি আমরা যেন কোন ক্রমেই হেলা না করি। দক্ষিন এশিয়া উপমহাদেশের আমরা যাঁরা প্রবাসে বসবাস করছি, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যেন নিজ নিজ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম অধিকার নিশ্চত করার ব্যাপারটি তাৎপর্য না হারায়।

সবাইকে ধন্যবাদ ।

(সমাপ্ত)

নিউ ইয়র্ক

৩০ জানুয়ারী, ২০০৪

ফুটনোটঃ * উচ্চবিত্ত সংখ্যালঘুদের সমস্যা কোন জায়গায়ই অতটা প্রকট নয় বলে আমার বিস্বাস। যেমন- ভারতে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু হলে ও বম্বের দিলীপ কুমার (ইউসুফ খান), সালমান খান, আমির খানদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের (আদৌ আছে কি?) ব্যাপারটি কখনোই নিশ্চয় গুজরাটের দরিদ্র মুসলমান আবদুর করিম - এর মত নয়। তেমনি, বাংলাদেশের সখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বলা যায়, গায়ক কুমার বিশ্বজিৎ, বা বি এন পি মন্ত্রী রাজনীতিক গয়শ্বর রায়ের সমস্যা (?) নিশ্চয়ই ফেনীর নিম্নবিত্ত হিন্দু বিমল বিশ্বাসের সমস্যার চাইতে বেশী নয়!

** ১৬ই ডিসেম্বর - বাংলাদেশের বিজয় দিবস

১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবস

*** **পাপ করে কে, আর শাস্তি পায় কে!**

**** VHP=Viswa Hindu Parishad, a radical and politically motivated Hindu organization in India.

All rights reserved www.mukto-mona.com 2004

Warning: Partial representation of the above article is strictly forbidden. Any legal reproduction must be in whole along with writer's name, e-mail ID accompanied by this warning and above copyrights declaration. Any exception would be considered unethical, unlawful and an act of the vested interest.